# amber IT
## News Letter

July 2026 ● Vol 01 ● Issue 07

### ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন

আম্বার আইটি লিমিটেড এখন বিটিসিএলের অনুমোদিত রিসেলার হিসেবে ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

### প্রোগ্রামিং ছাড়াই এআই

সাম্প্রতিক সময়ে একটি প্রযুক্তিগত ধারা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যা প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সমাধান তৈরির সুযোগ দিচ্ছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

### প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ গঠনে ইন্টারনেট

ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে বাংলাদেশের যাত্রা যত এগিয়ে যাবে, ততই বাড়বে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবার চাহিদা।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

# বিশ্ববাজারে সরাসরি পণ্য বিক্রির পথ খুললো

বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত কিছু বিধিনিষেধ শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা ব্যবসা-থেকে-ভোক্তা (বি-টু-সি) ভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজ করবে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

নতুন নির্দেশনার ফলে দেশের রপ্তানিকারকরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পণ্য তালিকাভুক্ত ও প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। এতে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার বাড়বে।

১৫ জুন জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, রপ্তানিকারকেরা প্রতি চালানে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের ক্ষুদ্র পণ্য সিএফআর শর্তে রপ্তানি করতে পারবেন। এছাড়া এক হাজার ডলার পর্যন্ত চালানের ক্ষেত্রে ইএক্সপি ফরম দাখিলের

বাধ্যবাধকতা থাকছে না। তবে এ ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেল বা অনুমোদিত ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্রিম গ্রহণ করতে হবে। নতুন ব্যবস্থায় শিপিং ডকুমেন্টও সরাসরি বিদেশি ক্রেতার নামে ইস্যু করা যাবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাবস্ক্রিপশন, নিবন্ধন, সদস্যপদ ও অন্যান্য সেবামূলক ফি পরিশোধে বিদেশে অর্থ পাঠানোর সুযোগও রাখা হয়েছে। নির্দেশনায় বিদেশি ক্রেতাদের জন্য অর্থ ফেরতের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

# দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট শিল্পের সুরক্ষায় আইএসপিএবির ৬ দাবি

দেশের অন্যতম ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ডট ইন্টারনেটের কর্পোরেট কার্যালয়সহ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট, চাঁদাবাজি এবং নেটওয়ার্ক দখলের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)।

১৪ জুন রাজধানীর বনানীতে আইএসপিএবি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা বলেন, গত ৯ জুন দিবাগত রাতে ঢাকার মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়ায় অবস্থিত ডট ইন্টারনেটের প্রধান কার্যালয়-সহ রাজধানীর বাড্ডা, চাঁদপুর সদর, কুমিল্লার দেবিদ্বার, গাজীপুর, বগুড়ায় ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হামলা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ নয়, বরং দেশের তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ও ডিজিটাল অর্থনীতির ওপর সরাসরি আঘাত।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, হামলার সময় একদল সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যালয়ে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এ সময় প্রতিষ্ঠানগুলোর একাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী আহত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ও অবকাঠামোর ক্ষতি হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইএসপিএবি সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম, মহাসচিব নাজমুল করিম ভূঁঞা, সহ-সভাপতি নেয়ামুল হক খান, যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব আলম রাজু, যুগ্ম মহাসচিব ফুয়াদ মোহম্মদ শরফুদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মইন উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক রাশেদুর রহমান রাজন, মো: মিঠু হাওলাদার, সাব্বির আহমেদ, রাইসুল ইসলাম তুহিন, মো: জুবায়ের ইসলাম ও এস এম সাইফুল ইসলাম সেলিম।

আইএসপিএবির নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের কোটি কোটি গ্রাহকের কাছে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে আইএসপি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ধরনের হামলা খাতটির নিরাপত্তা, বিনিয়োগ পরিবেশ এবং সেবার ধারাবাহিকতা নিয়ে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে আইএসপিএবি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নিম্নোক্ত দাবি জানায়-

১. হামলায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে হবে। ২. অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৩. তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেট অবকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। ৪. ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫. ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। ৬. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় থানাকে আইএসপিগুলোতে এই ধরনের কর্মকাণ্ড হলে দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশের ডিজিটাল রূপান্তর ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি গঠনের এই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

# amber IT News Letter

July 2026 ● Vol 01 ● Issue 07

# আম্বার আইটি থেকে দ্রুত ও সহজে নিবন্ধন করা যাচ্ছে ডট বিডি, ডট বাংলা ডোমেইন

দেশের শীর্ষস্থানীয় ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (আইএসপি) আম্বার আইটি লিমিটেড এখন বিটিসিএলের অনুমোদিত পুনর্বিক্রেতা (রিসেলার) হিসেবে টপ লেভেল কান্ট্রি ডোমেইন ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন দ্রুত এবং সহজে নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করছে। এছাড়া ডট কম ডট বিডি, ডট কম ডট নেট, ডট কম ইনফো, ডট কম ডট ওআরজি ইত্যাদি ডেমেইনও আম্বার আইটি থেকে নিবন্ধন করা যাবে। সাথে ডিএনএস হোস্টিং, ওয়েব হোস্টিং ও ইমে-ইল সার্ভিসও দেওয়া হয়। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন সংগঠন এখন দ্রুত, সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে নিজেদের নামে দেশীয় ডোমেইন নিবন্ধন করতে পারবেন।

অনলাইনে দেশীয় পরিচয় ও ডিজিটাল উপস্থিতি শক্তিশালী করতে ডট বিডি এবং ডট বাংলা ডোমেইনের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এই চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে আম্বার আইটি গ্রাহকদের জন্য সহজ, নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত ডোমেইন নিবন্ধন সেবা চালু করেছে।

আম্বার আইটির মাধ্যমে ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে গ্রাহকরা দ্রুত অ্যাক্টিভিশন সুবিধা পাবেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও তুলনামূলক সহজ করা হয়েছে। মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) ও ব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে টাকা পরিশোধের সুবিধা থাকায় যেকোনও জায়গা থেকে সহজে আবেদন করা যাবে।

এছাড়া ডোমেইনের সঙ্গে বিনামূল্যে ডিএনএস হোস্টিং ও ব্যবস্থাপনা সুবিধা পাওয়া যাবে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে ডোমেইন নবায়ন, মেয়াদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে নিয়মিত এসএমএস ও ই-মেইল নোটিফিকেশন পাঠানো হবে। ডোমেইন ব্যবস্থাপনার জন্য থাকছে ব্যবহারবান্ধব গ্রাহক প্যানেল, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা নিজেরাই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।

আম্বার আইটি জানিয়েছে, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশীয় ডোমেইনের ব্যবহার আরও বিস্তৃত করাই তাদের লক্ষ্য। যারা নিজেদের ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান, ব্র্যান্ড বা ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য একটি দেশীয় ও বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন ঠিকানা খুঁজছেন, তাদের জন্য ডট বিডি এবং ডট বাংলা ডোমেইন হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।

ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন নিবন্ধন এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারে domain.amberit.com.bd এই ঠিকানায়।

ফোন নম্বর- ০৯৬১১১২৩১২৩।

# জি-মেইলের ৭ সুবিধা, যা অনেক ব্যবহারকারী জানেন না

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ই-মেইল সেবা জি-মেইল শুধু বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যম নয়, এতে রয়েছে বেশ কিছু কার্যকর ফিচার, যা ব্যবহারকারীদের কাজকে আরও সহজ ও গতিশীল করে।

গুরুত্বপূর্ণ কোনো ই-মেইল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন না হলে 'স্নুজ' ফিচারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেটি সরিয়ে রেখে পরে মনে করিয়ে দেওয়া যায়।

'মাল্টিপল ইনবক্স' সুবিধা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বার্তা আলাদা বিভাগে সাজিয়ে রাখা সম্ভব, ফলে ইনবক্স থাকে আরও গোছানো।

নিরাপত্তার জন্য রয়েছে 'কনফিডেনশিয়াল মোড', যা ই-মেইলের মেয়াদ নির্ধারণ এবং ফরোয়ার্ড, কপি বা ডাউনলোডের মতো কিছু কার্যক্রম সীমিত করতে পারে।

একই অ্যাকাউন্টের বিভিন্ন সংস্করণ তৈরির জন্য 'ই-মেইল অ্যালিয়াস' ব্যবহার করা যায়, যা অনলাইন নিবন্ধন বা আলাদা কাজ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক।

এ ছাড়া 'অফলাইন মোড' চালু থাকলে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও ই-মেইল পড়া, খসড়া তৈরি ও পুরোনো বার্তা দেখা যায়।

জি-মেইলের উন্নত অনুসন্ধান সুবিধা নির্দিষ্ট প্রেরক, তারিখ বা শব্দ ব্যবহার করে দ্রুত পুরোনো মেইল খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

আর 'আনডু সেন্ড' ফিচারের মাধ্যমে ভুলবশত পাঠানো ই-মেইল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

amber IT
News Letter
July 2026 ● Vol 01 ● Issue 07 P-3

# প্রোগ্রামিং ছাড়াই এআই, বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধরন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন আর শুধু প্রযুক্তিবিদ বা গবেষকদের জন্য সংরক্ষিত কোনও বিষয় নয়। সাম্প্রতিক সময়ে এমন এক প্রযুক্তিগত ধারা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যা প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সমাধান তৈরির সুযোগ দিচ্ছে। এই ধারার নাম 'কোডবিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'।

একসময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল তৈরি, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হতো জটিল প্রোগ্রামিং দক্ষতা, পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং বিপুল প্রযুক্তিগত অবকাঠামো। ফলে সাধারণ ব্যবসায়ী, বিপণনকর্মী কিংবা বিভিন্ন পেশার মানুষ এই প্রযুক্তির সুবিধা থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন। কিন্তু কোডবিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই বাধা ভেঙে প্রযুক্তিকে আরও সহজ ও গণমুখী করে তুলছে।

কীভাবে কাজ করে কোডবিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্ল্যাটফর্মগুলো জটিল গাণিতিক মডেল, অ্যালগরিদম এবং প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াকে আড়ালে রেখে ব্যবহারকারীদের মূল সমস্যার সমাধানে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ দেয়। সাধারণত তিনটি ধাপে পুরো কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

প্রথম ধাপে ব্যবহারকারীরা নিজেদের তথ্যভান্ডার প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করেন। এটি হতে পারে গ্রাহকসংক্রান্ত তথ্য, বিক্রয় রেকর্ড, ব্যবসায়িক প্রতিবেদন কিংবা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় উপাত্ত।

দ্বিতীয় ধাপে ব্যবহারকারী সহজ নিয়ন্ত্রণপ্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারণ করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী ধরনের বিশ্লেষণ বা পূর্বাভাস দেবে। এরপর প্ল্যাটফর্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি পরীক্ষা করে সবচেয়ে কার্যকর মডেল নির্বাচন করে।

তৃতীয় ধাপে প্রস্তুত সমাধানটি ওয়েবসাইট, মুঠোফোনভিত্তিক সেবা বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

**কেন বাড়ছে জনপ্রিয়তা**

কোডবিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি প্রযুক্তিকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে প্রযুক্তিগত দক্ষতা না থাকলেও একজন ব্যবসায়িক ব্যবহারকারী প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নিতে পারেন।

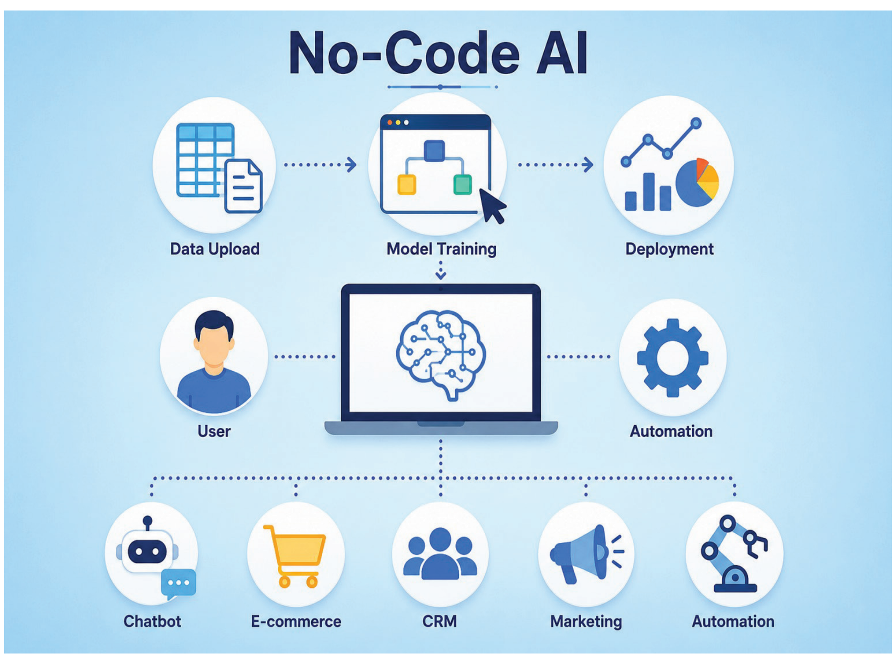


এছাড়া নতুন ধারণাকে বাস্তব সমাধানে রূপ দিতে সময় কম লাগে। প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হয় এবং নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নের গতি বাড়ে। একই সঙ্গে ব্যয়বহুল প্রযুক্তি অবকাঠামো ও বিশেষজ্ঞ জনবল নির্ভরতার পরিমাণও কমে আসে।

যেসব খাতে ব্যবহার বাড়ছে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প ও সেবাখাতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। বিক্রয় পূর্বাভাস, মজুত ব্যবস্থাপনা এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎভিত্তিক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রাহকসেবায় স্বয়ংক্রিয় কথোপকথনভিত্তিক সহকারী ব্যবহার করে দ্রুত সেবা দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া গ্রাহক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য ক্রেতা ব্যবস্থাপনা, নথিপত্র শ্রেণিবিন্যাস এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ স্বয়ংক্রিয় করার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার বাড়ছে। বিপণন খাতে গ্রাহকের আচরণ বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারণা পরিচালনায় প্রযুক্তিটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বজুড়ে বিস্তার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, সিঙ্গাপুর ও জাপানের মতো প্রযুক্তিনির্ভর দেশগুলোতে কোডবিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ, আর্থিক পূর্বাভাস, গ্রাহকসেবা এবং কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে।

বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বিশেষায়িত সেবাদাতারাও সহজে ব্যবহারযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে। এর ফলে খুচরা বিক্রয়, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা, টেলিযোগাযোগ ও ই-কমার্স খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের আচরণ বিশ্লেষণ, বিক্রয় পূর্বাভাস এবং স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নতুন সুযোগ পাচ্ছে।

**ভবিষ্যতের দিগন্ত**

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোডবিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধরণই বদলে দিতে পারে। কারণ এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সীমিত সংখ্যক প্রযুক্তিবিদের হাত থেকে বের করে সাধারণ মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

ডিজিটাল রূপান্তরের এই সময়ে কোডবিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু একটি নতুন প্রযুক্তি নয়; বরং উদ্ভাবন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা অর্জনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

**• সাদিয়া সিদ্দিকা বিনতে রশীদ**

## আম্বার আইটির নতুন পপ

আম্বার আইটি লিমিটেড প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে নতুন পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (পপ) স্থাপন করছে। গ্রাহকদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে এই অবকাঠামো সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন মাসে দেশের একাধিক জায়গায় নতুন পপ চালু করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকেরা উন্নত মানের ব্রডব্যান্ড সংযোগ ও স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক সুবিধা পাচ্ছেন। বিশেষ করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেবার মানোন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে।

জুন-২০২৬

উপজেলা: কোট চাঁদপুর, ঝিনাইদহ। বাঘারপাড়া, যশোর। তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

ইউনিয়ন: ঘড়িয়ালডাঙ্গা, (রাজারহাট, কুড়িগ্রাম), লস্করপুর (হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ), ফুলবাড়ি (গোলাপগঞ্জ, সিলেট), কালিয়াহরিপুর (সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ), নুরুল্লাগঞ্জ (ভাঙ্গা, ফরিদপুর), জাবরহাট (পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও), চান্দুরা (বিজয় নগর, বাক্ষণবাড়িয়া), ছাওড় (পোরশা, নওগাঁ) এবং ঘোগা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ)।

## সারাদেশে আম্বার আইটির ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন

দেশজুড়ে গ্রাহকদের জন্য ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন চালু করছে আম্বার আইটি লিমিটেড। ইতোমধ্যে দেশের ১১২ টি স্থানে এ সেবা চালু হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যে ৫০০টি ওয়াই-ফাই জোন স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। আম্বার আইটির গ্রাহকরা নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। অন্যরা কুপন কার্ডের মাধ্যমে সেবা নিতে পারবেন। বিভিন্ন মেয়াদের কুপন কার্ড পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ৫ ঘণ্টার জন্য ৮ টাকা, ১ দিনের জন্য ১২ টাকা, ৭ দিনের জন্য ৬৬ টাকা এবং ৩০ দিনের জন্য ২০০ টাকার প্যাকেজ। কুপন কার্ডে দেওয়া কোড ব্যবহার করে গ্রাহকেরা সহজেই ইন্টারনেটে সংযুক্ত হতে পারবেন।

# প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ গঠনে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেটের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারি সেবা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ফ্রিল্যান্সিং, ই-কমার্স এবং আর্থিক লেনদেন—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমের পরিধি বাড়ছে। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ।

একসময় ইন্টারনেটকে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে এটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানের অন্যতম চালিকাশক্তি। একজন শিক্ষার্থী অনলাইনে পাঠ গ্রহণ করছে, একজন উদ্যোক্তা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যবসা পরিচালনা করছেন, আবার একজন ফ্রিল্যান্সার বৈশ্বিক বাজারে নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় করছেন। একই সঙ্গে কোটি মানুষ প্রতিদিন তথ্য, বিনোদন ও যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল।

ফলে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ এখন শুধু একটি প্রযুক্তিগত সুবিধা নয়; বরং আধুনিক জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করতে প্রয়োজন এমন একটি নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, যা দেশের শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সমানভাবে সংযোগের সুবিধা পৌঁছে দিতে সক্ষম। নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট ব্যক্তিগত জীবনকে সহজ করার পাশাপাশি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবার সম্প্রসারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই বাস্তবতায় দীর্ঘদিন ধরে দেশব্যাপী উচ্চগতির ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে আসছে আম্বার আইটি। আধুনিক নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, দক্ষ প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডিজিটাল সংযোগ বিস্তারে কাজ করছে। প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে গ্রাহকদের জন্য মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করাকে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের পথে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কারণ ডিজিটাল অর্থনীতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, দূরশিক্ষণ, দূরচিকিৎসা এবং অনলাইনভিত্তিক সেবার বিস্তার মূলত শক্তিশালী সংযোগ অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।

ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে বাংলাদেশের যাত্রা যত এগিয়ে যাবে, ততই বাড়বে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবার চাহিদা। প্রযুক্তি, সংযোগ এবং আস্থার সমন্বয়ে সেই যাত্রার অংশীদার হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আম্বার আইটি। একটি আরও সংযুক্ত, উদ্ভাবনী এবং সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গঠনে প্রতিষ্ঠানটি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সংযোগ নিতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করুন: https://registration.amberit.com.bd/ এই ঠিকানায়। কল করা যাবে ০৯৬১১-৯৩৩৯৩৩।

● মো. রাসেল শেখ